বিষয়বস্ত দুআ ও তওবা-ইস্তেগফার

রামাযান মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২২ রামাযান ১৪৪৫ হিজরী ০২ এপ্রিল ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

আমাদের ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

ক্রমিক নং ১৩৯

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ . أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ . صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রমাযান মাসের ২৫ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। রমাযানের মুবারক মাস আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চলেছে। আর মাত্র ৪\৫ দিন বাকি আছে। আজ এ মাসের শেষ জুমুআ। এমনিতেই জুমুআর দিনের ফযীলত বেশি। তাতে আবার রমাযানের শেষ জুমুআ। আগামী ১১ মাস পর্যন্ত আমরা এই মুবারক দিন পাব না। সেই হিসেবে আজকের দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ মাসে যেসব ইবাদত করার তওফীক দিয়েছেন, আমরা দুআ করি তিনি যেন তা কবুল করেন এবং অবশিষ্ট দিনগুলিতে আরও বেশি ইবাদত করার তওফীক দান করেন, আমীন।

আজ আমরা দুআ ও তওবা-ইস্তেগফার সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। 'দুআ' শব্দের অর্থ চাওয়া, প্রার্থনা করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিনা চাওয়া ও বিনা প্রার্থনায় আর্থিক এবং শারীরিক যেসব অমূল্য নিয়ামত দান করেছেন, আমরা তার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না। আমাদের জান-মাল, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; হাত-পা, চোখ- মুখ, নাক-কান ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিনা চাওয়া ও বিনা আবেদনে দান করেছেন। অতএব, এসব নিয়ামত পাওয়ার পর নিয়ামত দাতার পরিচয় লাভ ও তার আনুগত্য করা এবং নিয়ামতের সঠিক ব্যবহার করা আমাদের জন্য একান্ত জরুরী। অনুরূপ ভাবে, আমরা যে মাল-দৌলতের নিয়ামত পেয়েছি, যাতে আগামীতেও সে নিয়ামত অব্যাহত থাকে এবং সে শারীরিক নিয়ামত আমরা পেয়েছি, যাতে তা সুস্থ সবল থাকে, তার জন্য যেমন আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে, তদ্রুপ আল্লাহর কাছে তার জন্য দুআ প্রার্থনা করাও জরুরী।

দুআর ফযীলতঃ সূরা আল ইমরানের ১৮৬ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। আমি নিকটেই রয়েছি। যারা দুআ করে, আমি তাদের দুআ কবুল করি। যখন আমার কাছে দুআ করে। কাজেই আমার হুকুম মেনে চলো এবং আমার প্রতি ইমান আনা তাদের জন্য জরুরী যাতে তারা ভাল পথে চলতে পারে।

সূরা মু'মিনের ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ اُدْعُونِيَ اَسْتَجِبْ لَكُمْ "তোমরা আমার কাছে দুআ চাও আমি তোমাদের দুআ কবুল করব।" এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দুআ চাওয়ার আদেশ করেছেন এবং তা কবুল করার ওয়াদাও করেছেন। মানুষের কাছে কিছু চাইলে মানুষ বিরক্তি বোধ করে, রেগে যায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কাছে চাইলে আল্লাহ খুশি হন। তাইতো তিনি দুআ করার আদেশ দিয়েছেন।

সুনানে তিরমিযীর ৩৩৭০ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ হুরাইরা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ

"দুআর চেয়ে কোন বস্তু আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত নয়।" নবীজি আরো বলেছেনঃ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ "দুআ হল ইবাদতের মূল বা সারাসার।"

ইবাদত বলা হয়, আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের মহব্বত রেখে, তাঁর মহত্বকে স্বীকার করে তাঁর কাছে নিজের চরম দীনতা হীনতা প্রকাশ করা। আর দুআর মধ্যে এটাই হয়। মানুষ আল্লাহর মহব্বত ও ভালবাসায়, তাঁকে সর্ব শক্তিবান মনে করে, নিজের অসহায়তা প্রকাশ করে, তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস চায়। আর এটা আল্লাহর খুবই পছন্দ।

সুনানে তিরমিযীর ৩৩৭৩ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরা (রযি)বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না,আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন।” আল্লাহর মেহেরবানী দেখুন ! আমাদের কাছে কেউ কিছু চাইলে আমরা রেগে যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রেগে যান যে তাঁর কাছে চাই না।

ভাই সকল ! অনেকেই এমন আছে, যারা বিপদ-আপদের সময় দুআ করে, আল্লাহকে ডাকে। আর যখন নিরাপদ ও সুস্থ- সবল থাকে তখন দুআ করতে ভুলে যায়। এমন লোকদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না। বরং যারা সুখে-দুখে, সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ডাকে, তার কাছে দুআ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভালবাসেন, তাদের দুআ কবুল করেন। সুনানে তিরমিযীর ৩৩৮২ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা রযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ

“যে ব্যক্তি মুছীবতের সময় আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করে খুশি হতে চায়, সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময় বেশি পরিমাণে দুআ করে।”

বোঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সব সময় ডাকে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। বিপদাপদে তিনি তাদের সাহায্য করেন।

মু'মিনের প্রত্যেক দুআ কবুল হয়ঃ

অনেক সময় দেখা যায়, আমরা যে বিষয়ের জন্যে দুআ করে থাকি,তা হয় না যে কারনে মনে হয় আমাদের দুআ কবুল হচ্ছে না। তাই মনে রাখবেন, আমাদের কোন দুআ বেকার যায় না। আমরা যে উদ্দেশ্য দুআ চেয়ে থাকি আল্লাহ তায়ালা কখনো সেই

জিনিস আমাদেরকে দিয়ে থাকেন, আবার কখনো তার পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে থাকেন।

এ সম্পর্কে আমরা হাদীস লক্ষ্য করিঃ সুনানে তিরমিযীর ৩৩৮১ নম্বর হাদীসে সাহাবী জাবির (রযি) থেকে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

"কোন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তা দান করেন অথবা সে অনুযায়ী তার থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় (

বিপদাপদ ইত্যাদি) দূর করে দেন। যতক্ষন না সে কোন গোনাতে লিপ্ত হওয়া অথবা আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার দূআ করে। ”

অর্থাৎ, যদি কেউ এমন বিষয়ের দুআ করে, যাতে গোনাহ হয়। কিংবা যে দুআর মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার বিষয় থাকে, আল্লাহ তায়ালা সে সব দুআ কবুল করেন না।

দুআ প্রার্থী ৩ টি বিষয়ের মধ্যে কোন একটি পেয়ে থাকেঃ ইমাম বুখারী (রহ) ‘আদবুল মুফরদ’ কিতাবের ৭১০ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ (রযি) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو لَيْسَ بِإِثْمٍ وَلَا بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السوء مثلها قال: إذا يكثر؟ قال: الله أكثر

“গোনাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত মু’মিন ব্যক্তি যে দুআ করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তিনটি বিষয়ের মধ্যে কোন একটি দান করেন; (১)তাকে তার চাওয়া বা প্রার্থনার বস্তু দিয়ে থাকেন। (২) অথবা পরকালের প্রতিদান হিসেবে তার জন্য সঞ্চিত রাখেন। (৩) অথবা সে অনুযায়ী তার থেকে কোন অকল্যাণ (বিপদাপদ) দূর করেন। ”

হাশরের মাঠে দুআ প্রার্থীর সাথে আল্লাহর কথাঃ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মু'মিন ব্যক্তিকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে বলবেনঃ আমার বান্দা ! আমি তোমাকে আমার কাছে দুআ করতে বলেছিলাম এবং আমি দুআ কবুল করার ওয়াদা করেছিলাম। তুমি কি আমার কাছে দু করেছিলে? বান্দা বলবে, হ্যাঁ। আমি দুআ করেছিলাম। আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ আমি তোমার সমস্ত দুআ কবুল করেছি। আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ তুমি অমুক অমুক দিন কষ্ট ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আমার কাছে তা থেকে মুক্তির জন্য দুআ করেছিলে, আর আমি তা কবুল করেছিলাম কিনা? বান্দা বলবে, হে আমার রব ! অবশ্যই আপনি আমার দুআ কবুল করে আমার কষ্ট দূর করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ আমি দুনিয়াতেই তোমার দুআর প্রতিফল দিয়েছিলাম। আল্লাহ তায়ালা আবার বলবেনঃ তুমি কষ্ট ও মুসীবতের স্বীকার হয়ে অমুক অমুক দিন আমার কাছে তা থেকে মুক্তির জন্য দুআ করেছিলে, কিন্তু দুআর কোন ফল তুমি পাওনি। বান্দা বলবে, হ্যাঁ আমার রব এমনটা হয়েছিল। আল্লাহ বলবেন, আমি সে দুআর পরিবর্তে জান্নাতে তোমার জন্য এসব নিয়ামত সঞ্চিত করে রেখেছিলাম।

আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বলবেনঃ তুমি অমুক অমুক দিন একটি প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য আমার কাছে দুআ করেছিলে। আর আমি তা পূরণ করেছিলাম। বান্দা বলবে, হে আমার রব ! এমনই হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ আমি তোমার দুআ কবুল করে শিঘ্রই দুনিয়াতেই তোমার দাবি পূরণ করেছিলাম। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বলবেনঃ তুমি অমুক অমুক দিন আমার কাছে একটি প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য আমার কাছে দুআ করেছিলে, কিন্তু সে দুআর কোন ফল তুমি পাওনি। বান্দা বলবে,হ্যাঁ আমার রব আমার মনে আছে। আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ

আমি তোমার দুআর প্রতিফল জান্নাতে সংরক্ষিত করে রেখেছিলাম। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ বান্দা আল্লাহর কাছে যত দুআ করেছে, দুনিয়াতে তার ফল প্রকাশ পাক কিংবা পরকালে তার জন্য সঞ্চিত রাখা হোক, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে সব স্মরণ করাবেন। তখন ঈমানদার লোকেরা আশা করে বলবে, হায় ! আমাদের কোন দুআই যদি দুনিয়াতে কবুল না হত।

এ হাদীসটি মুস্তাদরাক হাকিমের ১৮১৯ নম্বরে হযরত জাবির (রযি) হতে বর্ণিত আছে।

শ্রোতামণ্ডলী ! দুআ দুই প্রকার; (১) মুআক্কাত (২) গায়ের মুআক্কাত।

মুআক্কাত ঐ সমস্ত দুআকে বলা হয়, যা নির্দিষ্ট সময়ে পড়া হয়। যেমন ঘরে প্রবেশ করার সময় দুআ পড়া, বাইরে যাওয়ার সময় দুআ পড়া, মসজিদে প্রবেশ করা ও মসজিদ থেকে বার হওয়ার দুআ। শোয়ার সময় ও ঘুম থেকে জেগে উঠার সময় দুআ পড়া ইত্যাদি।

গায়ের মুআক্কাত ঐ সমস্ত দুআকে বলা হয়, যা কোন সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। যে কোন সময় পড়া যেতে পারে। যেমন, নেক আমলের তওফীক চাওয়া, বিপদাপদ থেকে মুক্তি বা নিরাপদ ও সুস্থ-সবল থাকার দুআ চাওয়া ইত্যাদি।

সূরা আ'রাফের ৫৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اُدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা নিজের প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনুতি করে ও গোপনে। তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে ভাল বাসেন না।"

এ আয়াতে দুআ করার দু'টি আদব বয়ান করা হয়েছে। (১) আল্লাহর কাছে নিজের অক্ষমতা ও দীনতা হীনতা ও বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করে

অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। (২) চুপি চুপি ও সংগোপনে দুআ করা উত্তম। কারণ, উচ্চস্বরে দুআ করলে বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করা কঠিন হয়। তাছাড়া এতে রিয়া বা লোক দেখানো ও সুখ্যাতিরও আশঙ্কা রয়েছে। অনুরূপ ভাবে উচ্চ আওয়াজে দুআ করলে এ কথা প্রকাশ পায় যে, দুআকারী এ কথা জানে না যে, আল্লাহ গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন।

তফসীরে ইবনে কাসীরে ইবনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ এ আয়াতে অনুচ্চস্বরে দুআ করার কথা বলা হয়েছে।

খয়বার যুদ্ধের সময় দুআ করতে গিয়ে সাহাবাদের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“তোমরা কোন বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকছো না, বরং তোমরা আল্লাহকে ডাকছো যিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।”

সহীহ বুখারীর ৬২৩৬ নম্বরে সাহাবী আবূ মূসা (রযি) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

হাদীসের অর্থ হল, আল্লাহ তায়ালা আস্তে এবং জোরে সবই শুনতে পান। সুতরাং তাঁকে উচ্চ আওয়াজে ডাকার প্রয়োজন নেই।

অনুচ্চস্বরে দুআ করা যে আল্লাহর পছন্দনীয়, তার একটি প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দুআ উল্লেখ করে বলেছেনঃ

اِذۡ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا

“যখন সে তার পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকল।” হাসান বসরী (রহ) বলেছেনঃ উচ্চস্বরে দুআ করার চেয়ে নীরবে ও অনুচ্চস্বরে দুআ করার ফযীলত ৭০ গুণ বেশি। তিনি আরও বলেছেন, মুসলিমরা আল্লাহর কাছে খুব দুআ করতেন কিন্তু তাদের আওয়াজ

শোনা যেত না। তাদের দুআ আল্লাহ ও তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো।

মুসনাদে আহমাদের ১৯৬০৫ নম্বরে হযরত আবূ মুসা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالدُّعَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا. إِنَّكُمْ تَدْعُونَ قَرِيبًا مُجِيبًا يَسْمَعُ دُعَاءَكُمْ وَيَسْتَجِيبُ

এক সফরে সাহাবারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আল্লামের সঙ্গে ছিলেন। তারা উচ্চস্বরে দুআ করেন। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকছো না। বরং, একজন শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে ডাকছ। তোমাদের দুআ শোনেন এবং তা কবূল করেন।

ভাই সকল ! অনুচ্চস্বরে দুআ করার অনেক ফযীলত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে।

ফরয নামাযের পর দুআ করাঃ

ফরয নামাযের পর দুআ কবূল হওয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত আছে, তাই ফরয নামাযের পর দুআ করা মুস্তাহাব। ফরয নামাযের পর

ইমাম ও মুক্তাদী প্রত্যেকেই অনুচ্চস্বরে আপনাপন দুআ করবে এবং আল্লাহর কাছে দীনতা-হীনতা প্রকাশ করে বিনয়ীর সাথে নিজ নিজ প্রয়োজন চাইবে। আর এটা হল দুআ করার উত্তম পন্থা।

তবে সম্মিলিত ভাবে দুআ করাও জাইয আছে। কিন্তু এটাকে জরুরী মনে করা যাবে না। তফসীরে মাআ'রিফুল কুরআনে লেখা আছে, ইমামের সালাম ফেরানোর পর যদি কেউ মাসবূক থাকে, তবে

উচ্চস্বরে দুআ করা মাকরূহ হবে। কারণ, এতে নামাযীর মনোযোগে অসুবিধা হয়।

দুআ করার মুস্তাহাব নিয়মঃ

দুআ করার মুস্তাহাব নিয়ম হল, প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা যেমন, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। তারপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়া।

সুনানে তিরমিযীর ৪৮৬ নম্বর হাদীসে হযরত উমার (রযি) বলেছেনঃ

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“দুআ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তোমার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যতক্ষণ তুমি দরূদ পাঠ না কর ততক্ষণ তার কিছুই উপরে উঠে না।”

অনেকেই ‘আল্লাহুম্মা আমীন’ বলে দুআ শুরু করে দেয়। মনে রাখবেন, এটা দুআ করার মুস্তাহাব পদ্ধতি নয়। বরং প্রথমে আল্লাহর হাম্‌দ ও নবীজির উপর দরুদ পড়বে। যেমন, বলবেঃ

আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রসূলিহিল কারীম। তারপর দুআ করবে।

মনোযোগ সহকারে দুআ করা। কারণ, অমনোযোগিতার সাথে দুআ করলে তা কবূল হয় না। কোন জিনিসের দুআ করছে তা জানা। যদি আরাবী ভাষায় দুআ করা হয়, তবে সেই শব্দের মানে জেনে রাখতে হবে। দেখা যায় অনেকে আরবীতে দুআ করে, কিন্তু তার মানে জানে না বা জানার চেষ্টা করে না। তাই মানে জানা না থাকলে নিজ মাতৃ ভাষায় দুআ করা বেশি ভাল।

অনুচ্চস্বরে দুআ করা। তবে যদি বিশেষ কারণে সকলে সম্মিলিত ভাবে দুআ করে, আর সকলের প্রয়োজন একই হয়, তবে একজন উচ্চস্বরে দুআ করবে আর অন্যান্যরা আমীন বলবে। এটাও উত্তম।

তওবা ও ইস্তেগফারঃ

‘তওবা’ শব্দের মানে হল ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। অর্থাৎ, গোনাহ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর ‘ইস্তেগফার’ শব্দের মানে ‘ক্ষমা চাওয়া’ অর্থাৎ, নিজের গোনাহ বা দোষ স্বীকার করে আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া।

তওবা ইস্তেগফারের ফযীলতঃ

তওবা ইস্তেগফারের বহু ফযীলত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে। সুনানে আবূ দাউদের ১৫১৮ নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“যে ব্যক্তি ইস্তিগফারকে আবশ্যক হিসেবে গ্রহণ করবে, অর্থাৎ, বরাবর ইস্তেগফার করতে থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তার সকল সমস্যার সমাধান করবেন, সকল সংকট হতে মুক্তি দেবেন এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকে রুযীর ব্যবস্থা করবেন। ” আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ হে আদম সন্তান ! তুমি যতক্ষন আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে আশা রাখবে, তোমার যত গোনাহ হোক না কেন আমি তা মাফ করে দেব। তোমার গোনাহ যদি আসমানের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমার

গোনাহ মাফ করে দেব। হে আদম সন্তান ! তুমি যদি শির্ক ব্যতীত পৃথিবী ভরা পাপ নিয়ে আমার কাছে আস, তবে আমিও পৃথিবী ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসব। সুনানে তিরমিযীর ২৫৪০ নম্বরে এ

হাদীসটি সাহাবী আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে। তাই আমরা আল্লাহর কাছে নিজেদের গোনাহের জন্য তওবা ইস্তেগফার করি, তিনি যেন আমাদেরকে এই মুবারক মাসে ক্ষমা করেন এবং আগামীতে সব রকম গোনাহ থেকে হেফাযত রাখেন, আমীন। ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوا نَا عَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْن